দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 12 MAY 1992
পৃষ্ঠা 7 কলাম

256

ছাত্রলীগ সম্মেলনে শেখ হাসিনা

কোথায় যেন অশুভ আঁতাত শুরু হইয়াছে

ইত্তেফাক রিপোর্ট ॥ গতকাল (সোমবার) ইঞ্জিনিয়ার্স ইনষ্টিটিউট প্রাঙ্গণে ছাত্রলীগের (আ-ফ) জাতীয় সম্মেলনে প্রধান অতিথি আওয়ামী লীগের সভানেত্রী শেখ হাসিনা বলিয়াছেন, সরকারী পর্যায়ে সুনির্দিষ্ট নীতিমালার অভাব, অযোগ্যতা ও অদূরদর্শিতা দেশকে সংকটের দিকে ঠেলিয়া দিয়াছে। সরকারের স্বেচ্ছাচারিতা গণতান্ত্রিক ধারাকে ব্যাহত করিতেছে। ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীদের উদ্দেশে তিনি বলেন, শতকরা ৩৮ ভাগ ভোট পাইয়াও আমরা ক্ষমতায় যাইতে পারি নাই। তবে ক্ষমতা বড় কথা নয়। জনগণকে দেওয়া প্রতিশ্রুতির বাস্তবায়ন হইল বড় কথা। সেজন্য আমার প্রয়োজন শক্তিশালী সংগঠন, ত্যাগী কর্মী বাহিনী। ব্যক্তিস্বার্থে দলকে ব্যবহার করা যাইবে না। লেখা-

(শেষ পৃঃ ১-

(১ম পৃঃ পর)

পড়ার পাশাপাশি সাধারণ মানুষের কল্যাণের জন্য কাজ করিতে হইবে।

সংগঠনের সভাপতি শাহে-আলমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সম্মেলনের আলোচনা সভায় সম্মেলন প্রস্তুত কমিটির আহ্বায়ক আহম্মদ হোসেন, যুগ্ম আহ্বায়ক এস, এম সোলায়মান, জাহাঙ্গীর সাত্তার টিংকু, সৈয়দ সাব্বির হোসেন সাব্বির, দপ্তর সম্পাদক এস .এম মোশাররফ হোসেন, ছাত্রনেতা শফি আহমেদ, নিখিল ভারত ছাত্র ফেডারেশনের নেতা শুভাংশু ভট্টাচার্য সুরঙ্গমা ভট্টাচার্য বক্তৃতা করেন। সভা পরিচালনা করেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক অসীম কুমার উকিল। জাতীয় পতাকা উত্তোলন ও জাতীয় সঙ্গীতের মাধ্যমে সম্মেলনের শুভ সূচনা হয়। আওয়ামী লীগ নেতা আবদুস সামাদ আজাদ, আবদুল মান্নান, জিল্লুর রহমান, কামরুজ্জামান, মহিউদ্দিন আহমেদ, সালাহউদ্দিন ইউসুফ, আবদুল মোমিন তালুকদার. বেগম সাজেদা চৌধুরী, আবদুল জলিল, তোফায়েল আহমেদ, মতিউর রহমান, আবদুল কাদের সিদ্দিকী, সুধাংশু শেখর হালদার, মোজাফফর হোসেন পল্টু, বেগম মতিয়া চৌধুরী, ওবায়েদুল কাদের, মাহমুদুর রহমান মান্না, আখতারুজ্জামান, আবদুল মান্নান, বাহালুল মজনুন চুন্নু, মোস্তফা জালাল মহিউদ্দিন, খ, ম, জাহাঙ্গীর, সুলতান মোহাম্মদ মনসুর, খোরশেদ আলম সুজন, আবদুল কুদ্দুস মাখন প্রমুখ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন।

শেখ হাসিনা বলেন, শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস মূলতঃ রাজনৈতিক সমস্যা। '৭৫ সালে বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করিয়া অবৈধভাবে ক্ষমতা দখলের মাধ্যমে এই সমস্যার সৃষ্টি করা হইয়াছে। রোহিঙ্গা চুক্তির উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন, পররাষ্ট্রমন্ত্রী নৌবিহারে গেলেন, চুক্তি হইল। অথচ মনে হয় ইহা শুভংকরের ফাঁকি। জাতিসংঘের সহযোগিতা ছাড়া এই চুক্তি কতটুকু কার্যকর হইবে তাহা সন্দেহ হয়। তিনি বলেন, সরকার জামায়াতের সমর্থন নিয়া ক্ষমতায় গিয়াছেন। কাজেই অদৃশ্যভাবে জামায়াত ক্ষমতায় রহিয়াছে। জামায়াতের কর্মীরা যখন অবৈধ অস্ত্র 'রকেট লান্সার'-সহ ধরা পড়ে, রোহিঙ্গা চুক্তির জন্য জাতিসংঘের হস্তক্ষেপ কামনা করা হয় না তখন মনে হয় কোথায় যেন অশুভ আঁতাত শুরু হইয়াছে। স্বাধীনতা বিরোধী শক্তি গোলাম আজম গং বিদেশ হইতে অবৈধ অস্ত্র আমদানী করিয়া অর্জিত স্বাধীনতা নস্যাতের ষড়যন্ত্রে মাতিয়া উঠিয়াছে। একজন শহীদ মুক্তিযোদ্ধার মা জাহানারা ইমামের বিরুদ্ধে সরকার মামলা করে। অথচ স্বাধীনতা বিরোধীদের মদদ যোগায়। ইহা লজ্জার বিষয়। পরিস্থিতি দেখিয়া মনে হয়, সামরিক জান্তাকে ক্ষমতায় আনার ষড়যন্ত্র শুরু হইয়াছে।

সরকারকে উদ্দেশ্য করিয়া শেখ হাসিনা বলেন, ছাত্র সমাজ স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলন করিয়াছে তাহাদের দাবীদাওয়া আদায়ের জন্য। কাজেই ১০ দফার যৌক্তিক বিষয়সমূহ মানিয়া নিতে হইবে। বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে ক্লাসের সমস্যা, ভর্তি সমস্যা, হলের সীট সমস্যার সমাধান করিতে হইবে। ক্ষমতায় থাকিবেন অথচ যৌক্তিক দাবী-দাওয়া পূরণ করিবেন না তাহা মানিয়া নেওয়া যায় না।

ছাত্রলীগের কর্মীদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, তোমাদের মূলমন্ত্র হইবে লেখাপড়া। প্রগতির ধারা অব্যাহত রাখা, নূতন সমাজ গঠনের ক্ষেত্রে তোমাদেরকে সর্বদা আন্তরিক হইতে হইবে। স্বাধীনতা যাহাতে বিপন্ন না হয় তাহা খেয়াল রাখিতে হইবে। আওয়ামী লীগের অর্থনৈতিক কর্মসূচীর উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন, কালের চাকা সম্মুখে ঘোরে। সময়ের প্রয়োজনে আমরা অর্থনৈতিক কর্মসূচী পরিবর্তন করিয়াছি। তবে আমাদের মূল লক্ষ্য সকলের জন্য শিক্ষা, বাসস্থান, চাকুরী প্রদান নীতিমালায় রহিয়াছে। আমরা ধনী-দরিদ্রের ব্যবধান ঘুচাইতে চাই। স্বাধীনতার স্বাদ সর্বস্তরের মানুষের নিকট পৌঁছাইয়া দিতে চাই। তিনি সন্ত্রাস দুর্নীতি ও সাম্প্রদায়িক শক্তির বিরুদ্ধে আন্দোলন অব্যাহত রাখার জন্য ছাত্রলীগের কর্মীদের প্রতি আহ্বান জানান।

নিখিল ভারত ছাত্র ফেডারেশনের নেতা সুভ্রাংশু ভট্টাচার্য বলেন, আমরা এপার বাংলা ও ওপার বাংলার মানুষ মনেপ্রাণে

শেখ হাসিনা

এক অভিন্ন। তবে বাংলাদেশের মত ভারতে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নাই। বাবরী মসজিদকে কেন্দ্র করিয়া সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্ট করার ষড়যন্ত্র চলিতেছে। আমরা ভারতবর্ষের ৮৩ কোটি মানুষ এই অনাচার হইতে দিব না।

সম্মেলন প্রস্তুতি পরিষদের আহ্বায়ক আহমদ হোসেন বলেন, সন্ত্রাস শিক্ষা জীবনকে দুর্বিষহ করিয়া তুলিয়াছে। অস্ত্রনির্ভর রাজনীতি ছাত্র রাজনীতির প্রধান সংকট।

সভাপতির বক্তৃতায় শাহে আলম বলেন, সন্ত্রাস নামক ক্যান্সার আজ সমাজের সর্বাঙ্গে বিস্তৃত। আদালত ও হাসপাতালের অভ্যন্তরেও সন্ত্রাস বিস্তার লাভ করিয়াছে। আশীর্বাদের আঁচলের ছায়া দিয়া বি,এন,পি অস্ত্রবাজ মাস্তানকে লালন করিতেছে। শাহে আলম ছাত্র সমাজের ১০-দফার বাস্তবায়ন ও গোলাম আজমের বিচার দাবী করেন।

আলোচনা সভাশেষে ইঞ্জিনিয়ার্স ইনষ্টিটিউ হইতে ছাত্রলীগের একটি বর্ণাঢ্য র‍্যালী বাহির হয়। নগরীর বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণশেষে র‍্যালী পুনরায় ইনজিনিয়ার্স ইনষ্টিটিউট প্রাঙ্গণে গিয়া শেষ হয়। বিকালে সাংগঠনিক আলোচনা ও সন্ধ্যায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয়। আজ দ্বিতীয় দিনে সাংগঠনিক আলোচনা শেষে নতুন কমিটির ঘোষণা হইতে পারে।